০৪ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি. তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠেয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তথ্য মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ওপর সভার কার্যপত্র

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
(ক)	সরকারের প্রচার কাজে মূল সমন্বয়কারী হিসেবে তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।	মন্ত্রণালয়ের বাজেট বৃদ্ধির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৮৩৮.৬১ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। বিদ্যমান সম্প্রচার সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ বিবেচনায় ২১টি নতুন প্রকল্প অনুমোদনের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পগুলোর জন্য ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৭৩.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৯২১.২১ কোটি এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১২২৬.৬৫ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত ১০টি উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং এর জন্য ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে নিয়মিত বাজেটের অতিরিক্ত হিসেবে ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিজ্ঞাপন ও প্রচারখাতে ১০ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে। উন্নয়নখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সম্প্রচার ও প্রশিক্ষণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অনুন্নয়নখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির অগ্রাধিকার প্রাপ্তখাতসমূহ হলো ক্রোড়পত্র প্রকাশ, শিল্পী সম্মানী এবং সাংবাদিক সহায়তা অনুদান প্রদান খাত।	
(খ)	সংসদ টিভি-তে সংসদ চলাকালীন সময় ব্যতিত অন্য সময় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসহ শিক্ষামূলক, উন্নয়নমূলক ও উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে। সংসদ বাংলাদেশ চ্যানেল ও বিটিভি সময় ভাগাভাগি করে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবে।	সংসদ টিভিতে সংসদ চলাকালীন সময় ব্যতীত অনুষ্ঠান প্রচার করা বিষয়ে একটি সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত বিটিভির ২৩.০৫.২০১৫ তারিখের আধা-সরকারি পত্রের প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব-এঁর সভাপতিত্বে গত ২৩.০৭.২০১৫ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাননীয় চীফ হুইপকে আহবায়ক করে ০৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এটি বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে, সংসদ টেলিভিশন সংসদ অধিবেশন সময় ব্যতীত প্রতিদিন বিকাল ৫.০০ ঘটিকা হতে রাত ৮.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উক্ত সময়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন হতে সংগৃহীত বিভিন্ন শিক্ষামূলক, উন্নয়নমূলক ও উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান সংসদ টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়ে থাকে। এছাড়া, সম্প্রচারের নিমিত্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিকট হতে এতদসংক্রান্ত অনুষ্ঠান/Contents চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হলে শিক্ষা, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ, স্বরাষ্ট্র, পানি সম্পদ, প্রতিরক্ষা, বস্ত্র ও পাট, পরিবেশ ও বন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে এতদসংক্রান্ত অনুষ্ঠান/Contents পাওয়া যায়। এছাড়া, তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর হতে অনুষ্ঠান/Contents পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান/Contents সংসদ টিভিতে প্রচার করা হচ্ছে।	
(গ)	অবিলম্বে বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।	(ক) বিটিভির ১০তম গ্রেডের (সাবেক ২য় শ্রেণির) ১৭টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য সরকারি কর্মকমিশনে রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) ১১ থেকে ১৭তম গ্রেডের (সাবেক ৩য় শ্রেণির) ২৩টি এবং ১৮ থেকে ২০তম গ্রেডের (সাবেক ৪র্থ শ্রেণির) ১৭টি পদ পূরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, ১২তম থেকে ২০তম গ্রেডভুক্ত ১১১টি শূন্য পদের নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে ছাড়পত্রের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
(ঘ)	খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও সিলেটের সাথে অন্য বিভাগীয় শহর বরিশালেও বিটিভির স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও সিলেটের সাথে অন্য বিভাগীয় শহর বরিশালেও বিটিভি'র স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে চীনের আর্থিক সহায়তায় ১৩৯১.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য "বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৫টি বিভাগীয় শহরে পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্র স্থাপন (রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর)" শীর্ষক প্রকল্প গত ১৪/০৩/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	
(ঙ)	বিটিভি ওয়ার্ল্ড চ্যানেলের যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিটিভি ওয়ার্ল্ড চ্যানেল যথাযথ ব্যবহারের নিমিত্ত অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ চ্যানেলের জন্য পৃথক জনবলের চাহিদা বিটিভির আধুনিকায়নের সার্বিক প্রস্তাবনা পর্যালোচনা করা হয়েছে।	
(চ)	বিটিভি বাংলাদেশ বেতার এর শিল্পী সম্মানী বাজার অনুযায়ী সম্মানজনকভাবে বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বিটিভির শিল্পী সম্মানী ৫০% বৃদ্ধি করা হয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশ বেতারের শিল্পী সম্মানী ৯০% বৃদ্ধি করা হয়েছে। **বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়ায় আলোচ্যসূচি হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।**	
(ছ)	জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার প্রবর্তনের জন্য বিটিভি কর্তৃক প্রণীত খসড়া নীতিমালা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার)কে আহবায়ক করে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকল আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণপূর্বক প্রস্তাবিত নীতিমালাটি শীঘ্রই চূড়ান্তকরণ সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।	
(জ)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ক্যামেরা ক্রয় কার্যক্রম তরান্বিত করতে হবে। অত্যাধুনিক, বহনযোগ্য এবং ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয় করতে হবে।	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য ভিভিআইপিগণের দৈনন্দিন কার্যক্রম ধারণ ও সংরক্ষণের জন্য ২(দুই)টি অত্যাধুনিক ডিজিটাল সিনেমাটোগ্রাফ ক্যামেরা এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অনুরূপ আরও ১টি ক্যামেরা সংগ্রহ করা হয়েছে। **বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়ায় আলোচ্যসূচি হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।**	
(ঝ)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য যন্ত্রপাতি ও সামগ্রী ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	''চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের যন্ত্রপাতি স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং সহকারী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সিনেমাটোগ্রাফিক ক্যামেরা, UHD ক্যামেরা, পোস্ট প্রোডাকশন ইউনিট এবং স্যুটিং ভ্যান সংগ্রহ করা হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অপরদিকে, ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের পোষ্ট প্রডাকশন ইউনিটের কিছু যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। অবকাঠামোসহ যন্ত্রপাতিসমূহ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।	
(ঞ)	নবগঠিত চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এর সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রবিধানমালা দ্রুত অনুমোদনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে হবে।	এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১৪.৫.২০১৫ তারিখের পত্রে সম্মতি প্রদান করেছে। উক্ত সম্মতিপত্রের আলোকে অর্থ বিভাগ ২৬.০৫.২০১৬ তারিখের পত্রে সম্মতি প্রদান করেছে। সম্মতি পত্রের শর্ত মোতাবেক সুপারিশকৃত পদের বেতন স্কেলের ভেটিং এর জন্য গত ০৭.০৮.২০১৬ তারিখে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এর খসড়া চাকরি প্রবিধানামালা-২০১৬ খসড়ায় স্বাক্ষরপূর্বক ২৩.০১.২০১৭ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়া চাকরি প্রবিধানমালা সংশোধনপূর্বক পুনরায় প্রেরণের জন্য অর্থ বিভাগ অনুরোধ করে। সে মোতাবেক খসড়া সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
(ট)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের নতুন সাংগঠনিক কাঠামো দ্রুত অনুমোদন ত্বরান্বিত করতে হবে।	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান (৩৯+০৯)=৪৮টি পদের সাথে আরও ৬৮টি নতুন পদ সৃজন করা হয়। কিন্তু অর্থ বিভাগ ৩০টি পদের অনুমতি প্রদান করে। অবশিষ্ট পদসমূহ অনুমোদনের বিষয়টি বিবেচনার জন্য পুনরায় অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
(ঠ)	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের জন্য সর্বোচ্চ তিন একর জমির মধ্যে উভয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের উদ্দেশ্য সমন্বিত সুবিধাদি সৃজনের ব্যবস্থাসহ বহুতল ভবনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও যৌথভাবে জমি বরাদ্দের প্রস্তাব করা যেতে পারে।	ঢাকা শহরের কল্যানপুরস্থ বাংলাদেশ বেতারের অব্যবহৃত ৬.৯৭ একর জমির মধ্যে ২৫.৯৪ শতাংশ জমি জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের জন্য মহিলা ডরমিটরিসহ একটি ১৫ তলা ভবন এবং কর্মচারীদের জন্য একটি আলাদা ১০ তলা ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি তথ্য মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সবুজ পাতায় অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির পর প্রকল্পটি অনুমোদনার্থে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। বাংলাদেশ বেতারের উক্ত জমি হতে বরাদ্দকৃত ৪.৪৭ একর জমিতে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ক্যাম্পাস, সুবিধাদি সৃজন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকল্পে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তথ্য মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীন প্রকল্প হিসেবে তালিকাভূক্ত (সবুজ পাতায়) করা হয়েছে। **বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়ায় আলোচ্যসূচি হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।**	
(ড)	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারি ব্যয়ে নির্মানাধীন ফ্ল্যাট বন্টনকালে সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের হায়ার পার্চেজের ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। তথ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	এ বিষয়ে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে গত ১৮ জুন ২০১৪ তারিখে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে আলাদা প্রকল্প গ্রহণের জন্য ১১.০৫.২০১৫ তারিখে সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় এঁর স্বাক্ষরে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে একটি আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে জানিয়েছে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ সমাপ্ত ও অনুমোদিত প্রকল্পগুলিতে সাংবাদিক, কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের জন্য 'বিশেষ পেশা' ক্যাটাগরিতে ৪% হারে অনেককে প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করেছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৪/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণের অনুরোধ জানিয়েছে।	
(ঢ)	মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যথাযথ বিকাশে আরো বেশি বেশি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনুষ্ঠান ও চলচ্চিত্র নির্মাণ ও সম্প্রচার/ প্রচার করতে	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক এ বিষয়ে ৩২৫টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও ৩২৫টি পথ প্রচার করা হয়েছে। ডিএফপি কর্তৃক 'মুক্তিযুদ্ধে নারী' শীর্ষক একটি ফিচার ফিল্মের কাহিনীচিত্র কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন রচনা করেছেন। চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বার্ষিক চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যথাযথ বিকাশে নিম্নবর্ণিত অনুষ্ঠানসমূহ বিটিভিতে নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে।	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	হবে।	এছাড়া মাসব্যাপী এ সম্পর্কিত নিম্নোক্ত অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয়ে থাকে : অনুষ্ঠানের নাম — ব্যাপ্তি — প্রচারক্রম ১. আমাদের মুক্তিযুদ্ধ — ২৫ মিনিট — ১ম, ৩য় ও ৫ম সপ্তাহ, মঙ্গলবার ২. চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ — ২৫ মিনিট — ২য় ও ৪র্থ সপ্তাহ, সোমবার ৩. দেশটাকে ভালবেসে — ২৫ মিনিট — সাপ্তাহিক, রবিবার ৪. স্মৃতি-৭১ — ২৫ মিনিট — ১ম সপ্তাহ, সোমবার ৫. মুক্তিযুদ্ধ ও নারী — ২৫ মিনিট — ৪র্থ সপ্তাহ, মঙ্গলবার বাংলাদেশ বেতার মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যথাযথ বিকাশে নিম্নোক্ত অনুষ্ঠান প্রচার করেছে: বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশঃ (প্রতি শুক্রবার), ''বিবেকের জাগরণ'' , দর্পণ, মননে মুক্তিযুদ্ধ (প্রতি শনিবার), সোনালী বিকেল (মাসের শেষ শনিবার), অঙ্গনাঃ (প্রতি শনিবার), সুরঞ্জনাঃ (মাসের ২য় শনিবার), ''হৃদয়ে একাত্তর'' (মাসের ১ম শুক্রবার), ''যুবতরঙ্গ'' (প্রতি মঙ্গল ও বুধবার), কবিতায় বঙ্গবন্ধু (প্রতি শনিবার)। বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে আলোকপাত (প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান), নবকেতন (যুব গোষ্ঠীর জন্য অনুষ্ঠান), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গান, শিশু-কিশোর মেলা, অনন্যা (মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান), কৃষি খামার ইত্যাদি প্রচার হয়েছে। রাজশাহী কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার বিষয়ে সরকারের সাফল্য আলোচনা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক জারী, গম্ভীরা, আলোচনা, কবিতা, কথিকা, সঙ্গীত, মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার শিরোনামে ম্যাগাজিন প্রচার হয়েছে। খুলনা কেন্দ্র থেকে হৃদয়ে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তির সৈনিক, কলেম্লাল ইত্যাদি প্রচার হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র থেকে প্রভতি ম্যাগাজিন 'বিচিত্রি', অহংকারে চির জাগ্রত (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থিত অনুষ্ঠান), মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার, সুরমা পারের কথা, ঘরোয়া এবং নবকল্লোল প্রচার হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য কেন্দ্র ও ইউনিট থেকে আলোচনা, নাটক, মুক্তির গান, ৭১-এর দিন-রাত্রী, কম্পোজিট আলোচনা, কথিকা, অহংকারে চির জাগ্রত (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থিত অনুষ্ঠান) অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধার সাথে সাক্ষাৎকার, মুক্তিযুদ্ধে গ্রামীণ নারীদের অবদান ইত্যাদি প্রচার হয়েছে। ফেব্রুয়ারি-২০১৭ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ১৮৮টি অনুষ্ঠান প্রচার হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে: কথিকা -৪৪টি, আলোচনা-২০টি, সাক্ষাৎকার-১৮টি, প্রামান্য-১৪টি, ম্যাগাজিন-১৬টি, গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান-৪টি, নাটক-২টি, গান-	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		৪০টি, স্পট-৪টি, জীবমিত্মকা-৪টি, স্মৃতি চারণ -৪টি, কবিতা অবৃত্তি - ৬টি, কবি গান - ৩টি, জারী/গম্ভিরা - ৩টি, বইপাঠের আসর - ৬টি।	
(ণ)	মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিরোধ, সঠিক ইতিহাস রচনা ও প্রকাশ এবং মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র/ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অনুষ্ঠানাদি আর্কাইভে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে ২০টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও ২২টি বিভিন্ন ক্যাটাগরির ফুটেজ ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তরিত করে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, বিশ্বের বিভন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা মুক্তিযুদ্ধের ফুটেজ সংগ্রহের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	
(ত)	শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও অন্যান্য তথ্যাবলী শিক্ষা দিতে হবে।	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এ বিষয়ে ২৬৯টি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও ২৫৬ টি পথ প্রচার করেছে।	
		বাংলাদেশ বেতারের ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রতি শুক্রবার শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও চেতনা তুলে ধরে অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। ঢাকা কেন্দ্র থেকে মীনা লাইভ অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও চেতনা তুলে ধরে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠানটি (প্রতি শুক্রবার) প্রচার চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে গল্পাকারে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা, সাক্ষাৎকার, কবিতা ও গান প্রচার করা হয়। বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী কেন্দ্র থেকে গল্পাকারে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শিশু মেলা, শিশুদের মুক্তিদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার গুরুত্ব, আলোচনা, সাক্ষাৎকার, জারী, গম্ভীরা, কথিকা, ম্যাগাজিন, কবিতা ও গান প্রচার করা হয়। বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র থেকে কিশলয়, সবুজমেলা এবং তরুণদের জন্য 'নবকল্লোল' প্রচার করা হয়। বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও কেন্দ্র থেকে একাত্তরের দিনরাত্রি, কিশলয়, মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনি প্রচার করা হয়। বাংলাদেশ বেতারের অন্যান্য কেন্দ্র থেকে প্রচারিত শিশু বিষয়ক অনুষ্ঠানে মহান স্বাধীনতার ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তুলে ধরে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। শিশু-কিশোর মেলা, স্বপ্নপুরী, শিশু বিচিত্রা, কচিকাঁচা এ সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ ও আজকের শিশু, শিশুদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা কথিকা, শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও অন্যান্য শিক্ষামূলক আলোচনা, মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনি ইত্যাদি শিরোনামে অনুষ্ঠান প্রচার করেছে।	
(থ)	মাদকের বিস্তার রোধে অনুষ্ঠান ও চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং সম্প্রচার/প্রচার করতে হবে।	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এ বিষয়ে ৩২৪টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ৩২৭টি পথ প্রচার এবং ১৮৮টি উদ্বুদ্ধকরণ সভায় মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আলোচনার আয়োজন করেছে।	
		বাংলাদেশ বেতার মাদকের বিস্তার রোধে ''দৃপ্ত শপথ'', সময়ের কথন, ''মনোজিজ্ঞাসা'' ''আমার দেশ'', ''যুবতরঙ্গ'', 'ইয়ুথ ফেরাম' শীর্ষক নাটক প্রচার করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে মাদকের বিস্তার রোধে করণীয় নিয়ে ফিলার/জিংগেল/ জনসচেতনামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে মাদকের বিসত্মার রোধ আলোচনা অনুষ্ঠান, বিষয়ভিত্তিক গান/অঞ্চলিক গান, কথিকা, জীবমিত্মকা/স্পট/	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		ড্রামা/জিঙ্গেল, কবি গান, বিভিন্ন কম্পোজিট অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা অনুষ্ঠান প্রচার করেছে। রাজশাহী কেন্দ্র থেকে মাদকের বিসত্মার রোধ বিষয়ে আলোচনা, নবারুণ, সংগীতানুষ্ঠান, কথিকা, ম্যাগাজিন, প্রামাণ্য, ফিরে আসি আলোর পথে, মাদক মুক্ত রাখতে পরিবার ও যুব সমাজের ভূমিকা, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিরদের মাদক গ্রহণে ভয়াবহতা প্রাসাঙ্গিক কথা ইত্যাদি বিষয়ে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্র থেকে মাদকের অপব্যবহার বিষয়ে মাদক প্রতিরোধ জীবন্তিকা, শ্লোগান, যুব সম্ভার, ছোট পরিবার, মেঘ বৃষ্টির আলো ইত্যাদি। বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র থেকে ম্যাগাজিন, সুরমা পারের কথা, নবকল্লোল, মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান এবং কথিকা, শ্লোগান, জারীগান, স্পট, জিংগেল প্রচার হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল কেন্দ্র থেকে মাদকের বিস্তার রোধে যুব সমাজের জন্য করণীয় বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার কথিকা, আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচার করেছে। বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুগাঁও কেন্দ্র থেকে ক্ষতিকর দিক সম্পর্কিত স্পট ও শ্লোগান, গান প্রচার করেছে। জনসংখ্যা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল ও কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম থেকে মাদকের বিস্তাররোধে করণীয় বিষয় আলোচনা, জিংগেল ও কথিকা প্রচার করেছে।	
		বিটিভিতে মাদক বিস্তার রোধ বিষয়ক অনুষ্ঠান নিম্নে বর্ণিত সময়ে প্রচার করা হচ্ছে : অনুষ্ঠানের নাম — ব্যাপ্তিকাল — প্রচারক্রম ১. মাদককে না বলুন — ২৫ মিনিট — সাপ্তাহিক রবিবার ২. কাটবে আঁধার — ১৮ মিনিট — ফিলার হিসেবে ২. তামাক মৃত্যু ঘটায় (ফিলার) — ০৪ মিনিট ১৫ সেকেন্ড — ফিলার হিসেবে তাছাড়া মাদক বিস্তার রোধের উপর বিভিন্ন ফিলার প্রচার করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটির শিরোনাম এক হলেও প্রতিটি পর্বে নতুন নতুন বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।	
(দ)	বিএফডিসির আধুনিকায়ন কার্যক্রম দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে। কবিরপুর ফিল্মসিটি (বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি - পর্যায়-১)'' প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন তরান্বিত করতে হবে।	বিএফডিসির আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'বিএফডিসি'র আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ' এর জন্য সর্বমোট ৫৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। গত ১৮/১০/২০১১ খ্রি. তারিখে তাহা একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের আওতায় প্রিন্টিং মেশিন, কালার এনালাইজার মেশিন, ডিজিটাল ক্যামেরা, ডিজিটাল অডিও ডাবিং, মিক্সিং ও রি-রেকর্ডিং, ডিজিটাল অডিও অপটিক্যাল ট্রান্সফার মেশিন এবং বিভিন্ন প্রকার লাইট সংগ্রহ করা হয়েছে। 'বিএফডিসি'র আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অত্যাধুনিক ডিজিটাল ক্যামেরা (2k ও 4k), ডিজিটাল এডিটিং ইকুইপমেন্ট, বিভিন্ন প্রকার লাইট, সেন্ট্রাল স্টোরেজ, ডিসিআই	

C:\Documents and Settings\User\Desktop\Working Paper (PM Instruction).doc

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		এনকোডার, ডিসিআই ডেলিভারী ও প্রজেকশন ইউনিট, ক্যামেরা এক্সেসরিজ, ডিজিটাল এডিটিং মেশিন, কালার গ্রেডিং স্যুট, অত্যাধুনিক ক্রেন সংগ্রহ করিয়া স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বিএফডিসি চলচ্চিত্র নির্মাতাদেরকে ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সেবা দিতে সক্ষম। এছাড়াও বিএফডিসির সামগ্রিক সৌন্দর্য বর্ধন করার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ অনুযায়ী শব্দ ভবনের রিনোভেশন, বিভিন্ন ফ্লোরের সৌন্দর্য বর্ধন ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ কাজ করাসহ বিএফডিসির বিভিন্ন স্থাপনার সার্বিক রিপেয়ার, রিনোভেশন ও সৌন্দর্য বর্ধন প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। বিএফডিসি একটি কেপিআইভূক্ত এলাকা হওয়ায় ইহার নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতিমধ্যে প্রকল্পের আওতায় অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে ব্যাকবোন তৈরিপূর্বক ৩৫টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। ভাষানটেকের ১(এক) একর জমিতে একটি বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন (বিএফডিসি স্কয়ার) নির্মাণের জন্য বিএফডিসি'র পরিচালনা পর্ষদ প্রকল্পের বিষয়ে নীতিগত সম্মতি প্রদান করেছে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিয়া অতি শীঘ্রই উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ইহাছাড়া, গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার কবিরপুরে সুটিং সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০৫ একর জমির ওপর বিশ্বমানের একটি চলচ্চিত্র নগরী এবং দেশী-বিদেশী পর্যটকদের জন্য আকর্ষনীয় মনোমুগ্ধকর কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফিল্ম সিটি (বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি) প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। প্রকল্পটি মোট ১৯৮০.০০ লক্ষ (উনিশ কোটি আশি লক্ষ) টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ২৩/১১/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদন করে। ''বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি (পর্যায়-১)'' প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে টাঃ ১৯৮০.০০ লক্ষ (উনিশ কোটি আশি লক্ষ টাকা)। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ডরমেটরী, স্যুটিং স্পট প্রভৃতি নির্মাণ, বনায়ন ও বাগান সৃজনসহ কয়েকটি অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারের পরিকল্পনা রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে একটি বিদ্যমান অবকাঠামো (স্যুটিং সেড) সংস্কার ও মেরামত এবং ৩১৫ কেভিএ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র সংস্কার ও মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে মূলধন খাতে ১০০% অর্থাৎ ৮৫ লক্ষ টাকা এবং রাজস্বখাতে ৭৩% অর্থাৎ ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নসহ পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। সর্বমোট ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার কাজের ৬টি টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।	
(ধ)	বিএফডিসিকে যথাযথ সেবাধর্মী ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে	বিএফডিসি'র সাময়িক আর্থিক সংকট দূরীকরণের কাঙ্খিত ১২.০০ কোটি টাকার মধ্যে দুই কিস্তিতে (৫+৫)= ১০.০০ কোটি টাকা অর্থ মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ পাওয়া গেছে।	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	হবে। বিএফডিসির সাময়িক আর্থিক সংকট দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।		
(ন)	সিনেমা হল মালিকদের ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং এ জন্য সব ধরনের সহযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে।	এফডিসির একটি সেন্ট্রাল সার্ভার হতে চলচ্চিত্র রিলিজের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আর্থিক ও কারিগরি বিষয় উল্লেখ করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব/প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনকে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ৯/৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রতিবেদনটি বর্তমানে পর্যালোচনাধীন রয়েছে। এর পাশাপাশি বিদ্যমান প্রেক্ষাগৃহসমূহ ডিজিটালাইজ করার জন্য ''বেসরকারি মালিকানাধীন প্রেক্ষাগৃহসমূহের উন্নয়ন, প্রেক্ষাগৃহে ডিজিটাল প্রদর্শন ও সাউন্ড সিস্টেম চালুর জন্য সরকারি অনুদান নীতিমালা-২০১৫'' প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আলোকে পৃথক কোড বরাদ্দসহ ৫,৭১,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি একাত্তর লক্ষ) টাকা অর্থ বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগ নীতিমালার বিষয়ে অর্থ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক পুন:প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেছে। সে মোতাবেক অর্থ বিভাগকে আলোচ্য নীতিমালার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলে নীতিমালা বিষয়ে অর্থ বিভাগ অনাপত্তি প্রদান করেছে। সে মোতাবেক অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব প্রেরণের কার্যক্রম চলমান।	
(প)	তথ্য অধিদপ্তরে একটি তথ্য ভান্ডার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	তথ্য ভাণ্ডার শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচির প্রস্তাব (পিপিএনবি) প্রণয়নপূর্বক অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে মাননীয় তথ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ১১.১১.২০১৪ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার নির্দেশনা অনুসারে কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে কর্মসূচিটি সংশোধন করে পিপিএনবি অনুমোদনের জন্য ১৫.১০.২০১৫ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০.১২.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় তথ্য ভান্ডার কর্মসূচির সারসংক্ষেপ ও ব্যয় বিভাজন পুনরায় ২৪.১২.২০১৫ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মসূচির সারসংক্ষেপ ও ব্যয় বিভাজনের প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	
(ফ)	তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি মিডিয়া প্লাটফর্ম স্থাপনের বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মিডিয়া প্লাটফর্ম কিভাবে স্থাপন করা যায় সে বিষয়ে ধারণা লাভের জন্য ইতোমধ্যে মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি টিম শ্রীলংকা সফর করেছেন। মাননীয় তথ্য মন্ত্রীর নিকট একটি ধারণাপত্র দাখিল করা হয়েছে। ধারণাপত্রটি বর্তমানে পর্যালোচনাধীন রয়েছে।	
(ব)	ইন্টারনেটের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং অনলাইনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য	১) এ টু আই প্রজেক্টের অধীনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রতি মাসের ১ম ও ৩য় বুধবার দুপুর ২.২০ মিনিটে প্রচারিত ফোন-ইন-অনুষ্ঠান ''ডিজিটাল বাংলাদেশ ও জনগণের দোরগোড়ায় সেবা'' অনুষ্ঠানে ইন্টারনেট ও ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ২) ফোন-ইন-অনুষ্ঠান ''ডিজিটাল বাংলাদেশ ও জনগনের দোরগোড়ায়	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।	সেবা'' অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র, জেলা তথ্য বাতায়ন, ই-পুর্জি ইত্যাদি সরকারি ডিজিটাল সেবা সম্পর্কে জনগনকে জানানো হচ্ছে। ৩) এ ছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইন্টারনেটের সদ্ব্যবহার ও অন-লাইনের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ৪) বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে ইন্টারনেটের সদ্বব্যবহার বিষয়ে আলোচনা ও কথিকা, রাজশাহী কেন্দ্র থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশঃ তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক আলোচন অনুষ্ঠান, আইটি বিশ্বঃ তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে। ৫) বাংলাদেশ বেতার, খুলনা কেন্দ্র ইন্টারনেটের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতামূলক শ্লোগান, ইন্টারনেটের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও অনলাইনের ক্ষতিকর দিক, ইন্টারনেটের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও অপব্যবহার রোধ অনলাইনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে যুবসমাজের ভূমিকা বিষয়ে অনুষ্ঠান প্রচার হয়েছে। ৬) এছাড়া অন্যান্য কেন্দ্র থেকে এগিয়ে চলছে ডিজিটাল বাংলাদেশ শিরোনামে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রতি শনিবার, সকল কেন্দ্র থেকে প্রচার হয়। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে অনলাইন জার্নালিজম, সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে কথিকা ফেইসবুক ও ইন্টারনেটে ব্যবহার সম্পর্কিত স্পট ও গান, বিজ্ঞান বিচিত্রা, ডিজিটাল বাংলাদেশ, আইটি বিশ্ব ও বাংলাদেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অনুসন্ধান, বিজ্ঞানের আসর, তথ্য ও প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তি শিক্ষা ইত্যাদি। ইন্টারনেট ব্যবহারে যুব সমাজের ভূমিকা, সামাজিক সাইট/ফেসবুক ব্যবহারে জনসচেতনতা, অনলাইনের অপব্যবহার রোধে প্রচালিত আইন ও আমাদের করনীয়, ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ও নাগরিক সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে অনুষ্ঠান প্রচার হয়েছে। এছাড়া কথিকা, অনলাইন ব্যবহারে নারী সমাজ, অনলাইনের অপব্যবহার রোধে আমাদের করনীয়, প্রতিবেদন/আলোচনা: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, জারীগান: ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা প্রচার হয়েছে। ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা/অসুবিধা নিয়ে 'ইনফোটেক' শিরোনামে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। জনসংখ্যা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল এবং কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম থেকে ইন্টারনেটের সদ্ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা ও কথিকা প্রচার করা হচ্ছে।	
		ইন্টারনেটের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং অনলাইনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশনে নিম্নেবর্ণিত অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হচ্ছে : অনুষ্ঠানের নাম — ব্যাপ্তিকাল — প্রচারক্রম ১. কম্পিউটার — ২৫ মিনিট — সপ্তাহে প্রতি শনিবার ২. তথ্য বাতায়ন — ২৫ মিনিট — মাসিক, সোমবার ১ম সপ্তাহে ৩. বিটিভি ফেসবুক — ০১-১০" — মাসে ২টা মঙ্গলবার	
(ড)	'সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন' দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে।	ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৪' এবং 'বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৪' এর আওতায় ১৩ (তের) সদস্য-বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে এবং ট্রাস্টের	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		কার্যাবলি পরিচালনার জন্য ঢাকার সার্কিট হাউস রোডস্থ বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি)-এর ৬ষ্ঠ তলা ভবনের ৩য় তলার পূর্বাংশে একটি অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এবং ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পিআইবি'র মহাপরিচালক-কে ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। ট্রাস্টের 'সীড মানি' হিসেবে ইতোমধ্যে ৫ কোটি টাকার বরাদ্দ পাওয়া গেছে। **বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়ায় আলোচ্যসূচি হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।**	
(ম)	তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষায়িত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়নে অর্থ মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।	এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানের জন্য ১৮ জুন ২০১৪ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকা অধিকাংশ বিষয় ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে। বাকীগুলোর বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	
(য)	তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন কাজ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার মধ্যমে যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনার আওতায় গৃহীত তথ্য মন্ত্রণালয়ে ২টি এবং মন্ত্রণালয়াধীন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের ৩টি, তথ্য কমিশনের ৫টি, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ২টি, বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৩টি, বাংলাদেশ বেতারের ৬টি, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের ৬টি, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের ২টি এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ১টি কর্মপরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে। অপরদিকে, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের ১টি মধ্যমেয়াদী ও ২টি দীর্ঘমেয়াদী, তথ্য কমিশনের ২টি মধ্যমেয়াদী ও ২টি দীর্ঘমেয়াদী, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ২টি মধ্যমেয়াদী ও ২টি দীর্ঘমেয়াদী, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ১টি মধ্যমেয়াদী ও ২টি দীর্ঘমেয়াদী, বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২টি মধ্যমেয়াদী ও ৪টি দীর্ঘমেয়াদী, বাংলাদেশ বেতারের ৩টি মধ্যমেয়াদী ও ৭টি দীর্ঘমেয়াদী, তথ্য অধিদপ্তরের ১টি মধ্যমেয়াদী, চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের ১টি মধ্যমেয়াদী ও ১টি দীর্ঘমেয়াদী, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের ১টি মধ্যমেয়াদী ও ১টি দীর্ঘমেয়াদী, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের ১টি মধ্যমেয়াদী ও ১টি দীর্ঘমেয়াদী, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের ৬টি মধ্যমেয়াদী ও ১টি দীর্ঘমেয়াদী, জাতীয় গণমাধ্য ইনস্টিটিউটের ১টি মধ্যমেয়াদী ও ২টি দীর্ঘমেয়াদী, চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ৪টি দীর্ঘমেয়াদী, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ৬টি দীর্ঘমেয়াদী এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘমেয়াদী ৬টি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। গৃহীত মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পার মধ্যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের ১টি মধ্যমেয়াদী, তথ্য কমিশনের ২টি মধ্যমেয়াদী ও ২টি দীর্ঘমেয়াদী, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ১টি মধ্যমেয়াদী, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ১টি মধ্যমেয়াদী, বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২টি মধ্যমেয়াদী ও ৪টি দীর্ঘমেয়াদী, বাংলাদেশ বেতারের ১টি মধ্যমেয়াদী ও ২টি দীর্ঘমেয়াদী, চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের ১টি মধ্যমেয়াদী ও ৩টি দীর্ঘমেয়াদী, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের ১টি দীর্ঘমেয়াদী, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের ১টি মধ্যমেয়াদী, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের ৪টি মধ্যমেয়াদী, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের ১টি মধ্যমেয়াদী, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ১টি দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে।	

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত সভার কার্যপত্র

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১.	বছরে অন্তত: ১টি করে শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণসহ ৫টি স্বল্পদৈর্ঘের চলচ্চিত্র নির্মাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ০২টি শিশুতোষ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'ছেলেটি'(বর্তমান নাম 'আকাশ কত দূরে') ও 'কাজলের দিনরাত্রি' নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান দেয়া হয়। চলচ্চিত্র প্রতি অনুদানের পরিমাণ ১৯,২০,০০০/- টাকা। এছাড়া ২০১০-১১ অর্থ বছরে 'কাকতাড়ুয়া' ও 'শোভনের স্বাধীনতা' নামক ০২টি শিশুতোষ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণকল্পে ২৪ লক্ষ টাকা করে অনুদান মঞ্জুর করা হয়। ইতোমধ্যে উক্ত ৪টি শিশুতোষ চলচ্চিত্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ০২টি শিশুতোষ পূর্ণদৈর্ঘ্য (হডসনের বন্দুক, একা একা), ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য (একাত্তরের ক্ষুদিরাম) ও ১টি শিশুতোষ স্বল্পদৈর্ঘ্য (গাড়ীওয়ালা) চলচ্চিত্রসহ ৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ২টি পূর্ণদৈর্ঘ্য (পঞ্চসঞ্জী, লাল সবুজের সুর) ও ১টি শিশুতোষ স্বল্পদৈর্ঘ্যসহ (সাদা গোলাপ) ৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১টি শিশুতোষ স্বল্পদৈর্ঘ্য (সবুজ ঘড়ি) চলচ্চিত্রসহ ৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১টি শিশুতোষ স্বল্পদৈর্ঘ্য (সাইকেল বালক) চলচ্চিত্রসহ ৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছে। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রনির্মাণে ১০০% সরকারি অনুদান প্রদানের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। **বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়ায় আলোচ্যসূচি হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।**	
২.	চাঁদপুর প্রেস ক্লাব-কে বহুতল বিশিষ্ট ভবনে উন্নীতকরণ।	চাঁদপুর প্রেসক্লাবকে বহুতল বিশিষ্ট ভবনে উন্নীতকরণের প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ ১,১০,৪২,৮৪২) -/এক কোটি দশ লক্ষ বেয়াল্লিশ হাজার আটশত বেয়াল্লিশ(। প্রাক্কলিত অর্থে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ১০০ %সম্পন্ন হয়েছে মর্মে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ , চাঁদপুর ৯/৮/২০১৫ তারিখের ৪৯৯ সংখ্যক স্মারকমূলে জানিয়েছেন। বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ১০০%। **বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়ায় আলোচ্যসূচি হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।**	
৩.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাব ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাব ভবন নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ ৫৬,৮৮,১৯৪) -/ছাপ্পান্ন লক্ষ আটাশি হাজার একশত চুরানব্বই (টাকা। প্রাক্কলিত অর্থে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ১০০ % সম্পন্ন হয়েছে মর্মে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ,জেলা পরিষদ , ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৯/৮/২০১৫ তারিখের ৩৩৮ সংখ্যক স্মারকমূলে জানিয়েছেন। বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ১০০%। **বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়ায় আলোচ্যসূচি হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।**	
৪.	চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশের জন্য একটি আধুনিক ফিল্ম সিটি (বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি) স্থাপন করা হবে।	গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার কবিরপুরে সুটিং সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০৫ একর জমির ওপর বিশ্বমানের একটি চলচ্চিত্র নগরী এবং দেশী-বিদেশী পর্যটকদের জন্য আকর্ষনীয় মনোমুগ্ধকর কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফিল্ম সিটি (বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি) প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। প্রকল্পটি মোট ১৯৮০.০০ লক্ষ (উনিশ কোটি আশি লক্ষ) টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ২৩/১১/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদন করে।	

		''বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি (পর্যায়-১)'' প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে টাঃ ১৯৮০.০০ লক্ষ (উনিশ কোটি আশি লক্ষ টাকা)। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ডরমেটরী, স্যুটিং স্পট প্রভৃতি নির্মাণ, বনায়ন ও বাগান সৃজনসহ কয়েকটি অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারের পরিকল্পনা রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে একটি বিদ্যমান অবকাঠামো (স্যুটিং সেড) সংস্কার ও মেরামত এবং ৩১৫ কেভিএ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র সংস্কার ও মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে মূলধন খাতে ১০০% অর্থাৎ ৮৫ লক্ষ টাকা এবং রাজস্বখাতে ৭৩% অর্থাৎ ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নসহ পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। সর্বমোট ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার কাজের ৬টি টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।	
৫.	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনকে আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনকে আধুনিকায়নের জন্য ৫৮৬০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত "বিএফডিসি'র আধুনিকায়ন এবং সম্প্রসারণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের আধুনিক ও ডিজিটাল ক্যামেরা এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুকূলে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৩.০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপি'তে প্রকল্পটির অনুকূলে ১৬.০০ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে আরও ২টি ডিজিটাল ক্যামেরা, ১টি র প্রসেসিং ইউনিট, ১৮টি লেন্স, ৪টি ডিজিটাল সিনেমা প্রজেকশন ইউনিট সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিএফডিসি একটি কেপিআইভূক্ত এলাকা হওয়ায় ইহার নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতিমধ্যে প্রকল্পের আওতায় অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে ব্যাকবোন তৈরিপূর্বক ৩৫টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।	
৬.	বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকীকরণ ও সম্প্রচার।	বিটিভির চট্টগ্রাম কেন্দ্রকে আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৩৫ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের আধুনিকায়ন এবং সম্প্রসারণ "শীর্ষক একটি প্রকল্প জুন ২০১৫ তে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উক্ত কেন্দ্রের নিজস্ব ০৬ ঘন্টার অনুষ্ঠান সম্প্রচার কার্যক্রম গত ৩১/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ১০০%। **বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়ায় আলোচ্যসূচি হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।**	
৭.	বাংলাদেশ টেলিভিশনের নাটোর উপ-কেন্দ্রটিকে পূর্ণাঙ্গ স্টেশনে উন্নীতকরণ।	রাজশাহী বিভাগীয় শহর এবং নাটোর জেলা শহরের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৪৫/৫০ কিলোমিটার। শিল্পীদের আসা যাওয়া ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বিবেচনায় অধিকতর যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হওয়ায় নাটোরের পরিবর্তে রজশাহী বিভাগীয় শহরে পূর্ণাংগ টিভি কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। চীনের আর্থিক সহায়তায় "বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৫টি বিভাগীয় শহরে পূর্ণাংগ টিভি কেন্দ্র স্থাপন "(রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, খুলনা ও বরিশাল)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী বিভাগীয় শহরে একটি পূর্ণাংগ টিভি কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। অপরদিকে নাটোরের টিভি উপকেন্দ্রের আধুনিকায়নের পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে।	

৮.	বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব শিল্পীদের চাকুরি পেনশনের আওতাভুক্তকরণ	বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব শিল্পীদের চাকরি স্থায়ীকরণ/পেনশন চালুকরণ প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে এ বিষয়ে গত ০৩/০১/২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী এখনও পাওয়া যায়নি।	
৯.	বাংলাদেশ বেতারের শিল্পীদের সম্মানী যৌক্তিকতাহারে বৃদ্ধি করা	বাংলাদেশ বেতারের শিল্পী সম্মানী ৯০% বৃদ্ধি করা হয়েছে। **বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়ায় আলোচ্যসূচি হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।**	
১০.	বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালকসহ অন্যান্য পদ আপগ্রেডেশেন	বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালকের পদ গ্রেড-১ এ উন্নীত করাসহ অন্যান্য পদ উন্নীতকরণের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি সর্বশেষ ০৪/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কোন মতামত পাওয়া যায়নি।	
১১.	বছরে অন্তত: ৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে ৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। একটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। **বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়ায় আলোচ্যসূচি হতে বাদ দেয়া যায়।**	

[signature] ২৩/০১/১৭